তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
02 2002

কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব : কাসেমাবাদ কামিল মাদ্রাসা ধ্বংসের পথে

গৌরনদী প্রতিনিধি

কমিটি নিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বরিশাল জেলার ঐতিহ্যবাহী কাসেমাবাদ ছিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসাটি আজ ধ্বংসের পথে। দীর্ঘদিন ধরে একই পরিবারের কয়েকজন ব্যক্তির নেতৃত্বের লড়াইয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানটিতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। মাদ্রাসা কমিটির দ্বন্দ্বের কারণে গত তিন মাস প্রতিষ্ঠানটির ৩১ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি এ সমস্যা প্রশমিত হলেও তারা এখনও আছেন মহাশংকায়। কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের বিষয়টি এখন উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। দু'পক্ষের রশি টানাটানির কারণে যোগ্য কর্মচারীদের অনেকেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি আমাদের এ প্রতিনিধি ওই মাদ্রাসায় সরেজমিন দেখতে পান, ১০টি ক্লাসে ২৩৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ক্লাস করছে মাত্র ৫৩ জন। ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসে কোন শিক্ষার্থীই উপস্থিত নেই। কামিল দ্বিতীয় বর্ষে ৫১ জনের মধ্যে উপস্থিত আছে ছয়জন। আলীম দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসে ৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন উপস্থিত রয়েছে। দাখিলে ৩১ জনের মধ্যে ৩ জন, নবম শ্রেণীতে ২০ জনের মধ্যে ২ জন উপস্থিত ছিল। ১২ কক্ষবিশিষ্ট ছাত্রাবাসে ৪/৫ জন ছাত্র ছাড়া কেউ থাকে না। উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল খালেক জানান, একসময় এখানে হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত। কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে এখানকার লেখাপড়ার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় এখানে এখন ভাল ছাত্রছাত্রী ও ভাল শিক্ষক থাকতে চাচ্ছেন না। অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার পুত্র সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আফম ফরীদ মাদ্রাসার এ করুণ অবস্থার জন্য তার মেজ ভাই মাওলানা আবুল ফয়েজকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসার কর্তৃত্ব হাতে নেয়ার জন্য তিনি বারবার নানা ফন্দি আঁটেন। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।